যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের **সারসংক্ষেপ**

সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গবেষক

রাজদীপ দত্ত

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক (ড.) দেবশ্রী দত্তরায়

অধ্যাপক

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২

২০২৩

সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অধুনাতন সময়ে সাহিত্য-সমালোচনা বলতে যা বোঝায় বাংলাদেশে সেটি পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। পূর্বসূরীর দেখানো পথেই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভায় সাহিত্য-সমালোচনার মতো প্রায়োগিক বিষয়ও হয়ে উঠেছিল রসসাহিত্যের মতো স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সাহিত্য-সমালোচনার এক নতুন ঘরানা তিনি নির্মাণ করেছিলেন নিজের মতো করে। সামগ্রিকভাবে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও তাঁর সমালোচক সত্তার নানামুখী স্তরকে উদঘাটন করে দেখানোই বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

'জীবনস্মৃতি'তে ছেলেবেলার স্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ছেলেবেলায় তিনি একধার থেকে বই পড়ে যেতেন, যা বুঝতেন এবং যা বুঝতেন না, দুইই মনের ওপর কাজ করে যেত। ফলে অনবরত গ্রন্থ পাঠের দ্বারা আশৈশব তাঁর ব্যক্তিত্বে গড়ে উঠেছিল পাঠ-অভ্যাস আর সেই পঠনক্রিয়া তাঁর সৃষ্টিশীল মনের সান্নিধ্যে এসে নতুন নতুন উদ্‌ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন রসস্রষ্টা, তেমনই রসভোক্তা। ভোক্তার মন নিয়ে বিশ্বের নানা ধরণের সাহিত্য তিনি যে শুধু পড়েছেন তাই-ই নয়, সেই সব সাহিত্য পঠনের পাঠ-প্রতিক্রিয়া ও আনন্দ-বেদনাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। এইভাবেই তৈরি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাধর্মী বিচিত্র সব লেখা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী' (১৮৭৬ খ্রিঃ) প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাধর্মী লেখালেখির সূত্রপাত, যা চলেছে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনা করেছেন নানা ভাবে, নানা রূপে। কখনও তাঁর মাধ্যম হয়েছে প্রবন্ধ, কখনও চিঠিপত্র আবার কখনও মৌখিক অভিভাষণ। এগুলির মধ্যে অনেক লেখাই রম্যতা ও প্রসাদগুণে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। যেগুলিকে অনায়াসেই 'সমালোচনাসাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। অর্থাৎ শিল্পের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কলমে শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে শিল্প।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছু ভালো বইপত্র আছে। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ', বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব',

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখাসমূহ নিয়ে সামগ্রিক গবেষণার অভাব আছে বলেই মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ‘সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ’ ও পিনাকী ভাদুড়ির ‘উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ’ এই দিক থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ কিন্তু তার মধ্যেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় উঠে আসেনি। সেই দিকগুলো বিবেচনায় রেখেই আমরা বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা করেছি।

গবেষণা-জিজ্ঞাসা ও গবেষণার একটি সামগ্রিক রূপরেখা: রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের নানা ধরণের সাহিত্য পড়েছেন ও তার ভিত্তিতে সেগুলি সমালোচনা করেছেন। ফলে তাঁর সমালোচনা বিচিত্র সাহিত্যবর্গকে আশ্রয় করেছে। যেমন বাংলার লোকজ সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য, পুরনো ও তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য এবং ইংরেজি, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ, জার্মানসহ চিনীয় বা জাপানি সাহিত্য বিষয়েও তাঁর নানা লেখা ও মন্তব্যাদি পাওয়া যায়। এই বিচিত্র ও বিপুল সমালোচনাধর্মী লেখালেখির অনেক অংশই আজও গ্রন্থভুক্ত বা রচনাবলীবদ্ধ হয়নি। যেমন—কবি কালিদাস রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি কোনও গ্রন্থে এমনকি পত্রিকাতেও বেরোয়নি, সেটি দেখবার একমাত্র উপায় রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা। আবার ইংরেজ কবি শেলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অভিভাষণ, যা পরে ‘ভারতী’ পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও (শ্রাবণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থভুক্ত হয়নি। নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত এই সব লেখাগুলিকে সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা আমাদের গবেষণার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, যা আমরা সম্পন্ন করেছি।

দ্বিতীয়ত, এইসব সমালোচনামূলক লেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করা আমাদের গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার মানদণ্ড হিসেবে ‘সাহিত্যে নিত্যত্বের লক্ষণ’, ‘রসের সমগ্রতা’, ‘বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা’, ‘আনন্দবাদ’ এগুলিকেই প্রধান করেছিলেন। আবার সমালোচনার যে নানা গোত্র তার কোনওটাতেই একমাত্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে ফেলা যায় না। ক্লাসিক, রোমান্টিক, ইমপ্রেশনিস্ট, প্র্যাগম্যাটিক, টেক্সচুয়াল, বায়োগ্রাফিকাল, কমপ্যারেটিভ—বিভিন্ন ধরণের সমালোচনাই তিনি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টির মতো সাহিত্য সমালোচনাও বিপুল ও বৈচিত্র্যময়।

তৃতীয়ত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাতে বদল এসেছে একাধিক। এই পরিবর্তন তাঁর সমালোচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই সাহিত্যের বা শিল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন, পরে তিনি এই ধারণা থেকে সরে এসে সৌন্দর্য নিরপেক্ষ আনন্দকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে নেন। উনিশ শতক পর্যন্ত কাব্যের সমালোচনায় তিনি জোর দিয়েছেন 'বিষয়ীর আত্মতা'র ওপর। বিশ শতকের আধুনিক কাব্যের সমালোচনায় 'বিষয়ীর আত্মতা' বদলে তিনি গুরুত্ব দিলেন 'বিষয়ের আত্মতা'র ওপর। অর্থাৎ আধুনিক কাব্য তাঁর কাছে আর ব্যক্তিমুখ্য ততটা নয়, যতটা বিষয়মুখ্য।

চতুর্থত, আমাদের দেশে এবং প্রতীচ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যে তত্ত্বরূপ ও ধারা তৈরি হয়ে উঠেছে, সেই ধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার কোনও সংযোগ আছে কিনা অথবা কোথায় এবং কতটুকু সংযোগ আছে তাও আমরা বিচার করে দেখেছি। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক সমালোচকদের থেকে শুরু করে, ল্যাটিন সাহিত্যের হোরেস, লঞ্জাইনাস, উত্তরকালের নিও-ক্লাসিক ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে ফিলিপ সিডনি, বেন জনসন, ড্রাইডেন প্রমুখ হয়ে জার্মান, ফরাসি ও বিশেষত ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন এই সাহিত্যধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ অথবা বিযোগ দেখানো হয়েছে। মানসিকতার মিল আছে বলে ফরাসি দার্শনিক জুবেয়ার এবং ক্রোচের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সমালোচকসত্তার সাধর্ম বিশ্লেষণ করেছি। একইভাবে আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষায় যে সাহিত্যবিচারপ্রণালী বা কাব্যতত্ত্ব তৈরি হয়েছিল, তার মূল যে দুটি প্রস্থান যেমন আনন্দবর্ধনকৃত 'ধ্বনিবাদ' ও ভরত থেকে অভিনবগুপ্ত পর্যন্ত 'রসবাদ' তার মূল সিদ্ধান্তগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সমালোচনায় কীভাবে গৃহীত হয়েছে তাও আমরা দেখিয়েছি।

পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সমালোচনাগুলির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যবিতর্কগুলির একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বিশেষত যে যে বিতর্কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি যোগ ছিল, সেই বিতর্কের উত্তাপ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনামূলক লেখাগুলিতে উঠে এসেছে দেখা যায়। যেমন তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ তুলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কাব্যি সমালোচনা' নামে 'নবজীবন' পত্রিকায় একটি আক্রমণাত্মক সমালোচনা লেখেন। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' নামক একটি

প্রবন্ধ। সেখানে তিনি ভাষারচিত সাহিত্যের ভাষাতীত ব্যঞ্জনার দিকটি তুলে ধরেন। সেই ভাষাতীত ব্যঞ্জনা অরসিকের কাছে অস্পষ্ট কিন্তু রসিকের কাছে স্পষ্ট অপেক্ষাও স্পষ্ট। একইভাবে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 'অবাস্তব ও বস্তুতন্ত্রহীন' বলে অভিযোগ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যুত্তরে লেখেন 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধটি। সেখানে সাহিত্যের বাস্তবতাকে তিনি লৌকিক বাস্তবতা অপেক্ষা পৃথক করে দেখান। বিশেষত সাহিত্যের সত্য এবং লৌকিক সত্য যে এক নয়, একই মানদণ্ডে এই দুই বিচার্যও নয়—এটা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার নীতির একটি মূল ভাবনা হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে একদল তরুণ বয়স্ক সাহিত্যিক পশ্চিমী আদর্শে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাব বিপ্লব জাগিয়ে তোলেন। 'কল্লোল ও কালিকলম' পত্রিকাকে ঘিরেই এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ; তাই এঁরা সাধারণভাবে 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। পশ্চিমী ন্যাচারিলিজমের প্রভাবে এরা সাহিত্যের পাতায় মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির খোলামেলা বর্ণনা তুলে ধরেন, দারিদ্র্যেরও অস্বস্তিকর ছবি আঁকেন। বাংলা সাহিত্যে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। সজনীকান্ত দাশের প্রণোদনায় রবীন্দ্রনাথ এঁদের সাহিত্যের সমালোচনা করেন। বলেন, বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নির্বিচার অলজ্জতা আর্টের পৌরুষ নয়। জৈব প্রবৃত্তির অন্ধ রূপায়ন ও একটি নির্দিষ্ট মতবাদভিত্তিক সাহিত্য কখনওই কালের নিত্যত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' মূলত এই দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে 'বিচিত্রা' সাহিত্যবিতর্ক আহূত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই বিতর্কে সভাপতির আসনে অবস্থান করে সাহিত্য-সমালোচনার কিছু দিক নির্দেশনা দেন, যা 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য সমালোচনা' নামক দুটি প্রবন্ধে মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেহেতু নানা ভাষার সাহিত্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তাই এগুলির সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা তুলনামূলক চর্চার একটি প্রেক্ষিত তৈরি হয়ে ওঠে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যভাবুকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সমালোচকসত্তার প্রতিতুলনাও এখানে রয়েছে। এই সব কারণে অভিসন্দর্ভটির নামকরণে 'তুলনামূলক বিশ্লেষণ' কথাটি রাখা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন : রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক লেখাসমূহের বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে আমরা সেগুলিকে কয়েকটি সাহিত্য-বর্গে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছি। অবশ্য প্রথম

অধ্যায়টিতে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: প্রাক রবীন্দ্রযুগে বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারপ্রণালী বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের বিষয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতিজগতের এই নতুন বিদ্যা, যার পারিভাষিক নাম 'সাহিত্যসমালোচনা'; তা লাভ করেছিল। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যসমালোচনার অঙ্গনে পদার্পণ করেন, তখন বাংলায় ফলিত সাহিত্যসমালোচনার চল শুরু হয়েছে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এবং সেকালের নানা পত্রপত্রিকায় অন্যতম কলাম হিসেবে সাহিত্যসমালোচনার একটি ধারা গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবপুষ্ট সেইসব সমালোচনা কখনো ক্লাসিক, কখনো রোমান্টিক, কখনো ক্লাসিক-রোমান্টিকে মিশ্রিত। এই ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে সমালোচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার পূর্বে রবীন্দ্র পূর্ববর্তীকালে বাংলা সমালোচনার জগৎ কেমন ছিল, তার একটা সামগ্রিক পরিচয় এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতবর্ষে মূলত তিনটি ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারলাভ করেছিল। প্রথমটি ইন্দো-ইউরোপীয় যা প্রধানত বৈদিক ও পরে সংস্কৃত সাহিত্যের বাহন হয়। দ্বিতীয়, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে যার নিদর্শন মেলে আর তৃতীয়ত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ভারতে বসবাসকারী জনজাতিদের মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে যার নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রথম ধারাটি অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয়জাত সংস্কৃত। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ও জনজাতিদের সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কোনও আলোচনা করেননি। তাই রবীন্দ্রনাথকৃত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যই বুঝব।

সৃজনশীল সাহিত্যধারার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার কাঠামো গড়ে উঠেছিল। অলংকারবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ প্রভৃতি

নানারকম তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। ভরত, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের মতো সাহিত্যভাবুকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেইসঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান সিদ্ধান্ত 'আনন্দবাদ' সংস্কৃত সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের থেকেই পাওয়া। এই কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এই অধ্যায়টিকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে রইল সংস্কৃত সাহিত্যভাবনার উত্তরাধিকার কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা আর দ্বিতীয় উপবিভাগে রইল সংস্কৃত সাহিত্যের ফলিত সমালোচনা।

ক) প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্য-সমালোচনা ও রবীন্দ্রচিন্তায় এর উত্তরাধিকার

এই অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রস্থানগুলি বিশেষত ভরত প্রণীত রসবাদ ও আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বনিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। রসবাদের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ কী, অলংকারশাস্ত্রীদের মত অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচক সত্তার ওপর কীভাবে ক্রিয়া করেছে, তা দেখানো হয়েছে।

খ) সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন। শৈশবে 'কুমারসম্ভব' বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি। জীবনের মধ্যপর্বে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যখন তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন তখন সংস্কৃত মহাকাব্য, কালিদাসের কাব্য ও নাটক, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রমুখের কাব্য নানাভাবে আস্বাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। এইভাবে তাঁর কলমে সৃষ্টি হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা।

সংস্কৃত মহাকাব্য: রামায়ণ ও মহাভারত

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লেখবার বাহ্য প্রেরণায় প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ চিন্তার সারাৎসার ধরা পড়েছে। এটি ছাড়াও 'সাহিত্যসৃষ্টি' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণের মূল্যায়ন করেছেন। ইউরোপীয় এপিকের সঙ্গে রামায়ণ অথবা মহাভারতের

তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ইউরোপকে মধ্যযুগে খ্রিস্টান আদর্শ যেভাবে গ্রাস করে রেখেছিল তাতে হেলেনীয় পেগান হোমার ইউরোপীয় জীবনের মর্মমূল থেকে অনেকটাই দূরে সরে যান কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় জনচিত্ত থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। 'সাহিত্যসৃষ্টি' বা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে ইতিহাসের পটে রেখে বিচার করতে চেয়েছেন। রামায়ণের গল্প-কাহিনির মূলে আছে এদেশের জাতিসংঘাত ও জাতিসমন্বয়ের ইতিহাস। Weber, Jacobi, Winternitz প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকগণ মূলত 'সীতা' (furrow) কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করে রামায়ণকে কৃষি ও আর্যসভ্যতা বিস্তারের রূপক কাহিনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বহু মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন। তাঁদের যুক্তিও একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে উত্তরকালে পাশ্চাত্য গবেষণার এই ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। মহাভারত কাব্যকেই তিনি ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের যথার্থ প্রামাণিক ইতিহাস হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে – "আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।" 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন।

কালিদাস সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত–এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছিলেন, যা নানা মাত্রায় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়, মেঘদূতের মূল কথাই হল বিরহ। এই বিরহ দ্বিমাত্রিক। প্রথম, নরনারীর বিচ্ছেদজনিত প্রেমজ বিরহ আর দ্বিতীয়ত সুদূর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কালগত বিরহ। মেঘদূত সমালোচনার এই দ্বিতীয় মাত্রাটি রবীন্দ্রনাথের একান্তই মৌলিক আবিষ্কার। বাংলা ভাষায় মেঘদূত সমালোচনার ইতিহাসে কালগত বিরহের সূত্রটিকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন রবীন্দ্রনাথ। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' কালিদাসকৃত এই দুটি গ্রন্থের Thematic তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন উভয়গ্রন্থেই প্রেয়সীর জননীরূপকেই কালিদাস বৃহত্তর কল্যাণবোধের আনুকূল্যে জয়মাল্য দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, প্রেমের উদ্দামতায় যার সূচনা, স্নেহ-বাৎসল্যের কল্যাণে তার পরিসমাপ্তি। গ্যয়ঠে

শকুন্তলা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, ‘কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে’; কথাটি কুমারসম্ভবের ক্ষেত্রেও খাটে।

‘কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’ র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি প্রবন্ধ, যা প্রাচীন সাহিত্য বইতে স্থান পেয়েছে, সেটি হল ‘শকুন্তলা’। এই প্রবন্ধটি মূলত শেকসপিয়রের ‘টেম্পেস্ট’ নাটকের সঙ্গে শকুন্তলার প্রতিতুলনা। টেম্পেস্ট নাটকের মিরান্দা চরিত্রটির সঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্য দেখিয়ে স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের পাতায় বৈশাখ ১২৮২ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ‘শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধটি নাম না করে বঙ্কিমের সিদ্ধান্তের বিপরীত অভিমত স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। শকুন্তলার জীবনে তপোবনের প্রাধান্য অনেকখানি এবং নায়িকা শকুন্তলা এই নাটকে তপোবনের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে যে তপোবন থেকে উচ্ছিন্ন করলে তার স্বাভাবিকতা ও সাচ্ছন্দ্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তপোবন ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েই শকুন্তলা এক বৃহত্তর জীবনবোধ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কালিদাস তার নাটকে বহিঃপ্রকৃতির যে বর্ণনা করেছেন, তাকে কেবল নিসর্গ হিসেবে বাইরে ফেলে রাখেননি, শকুন্তলার চরিত্রের মাধ্যমে তাকে উন্মেষিত করে তুলেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের সম্বন্ধ ও পরবর্তী উচ্ছিন্নতাকে আজকাল ‘ইকোফেমিনিজম’ এর আলোয় ব্যক্ত করা সম্ভব।

এছাড়া বাণভট্টের গদ্য-রোমান্স ‘কাদম্বরী’, ও ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’ নামক তুলনামূলক সমালোচনার আঙ্গিকে লেখা ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনাটিও সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট সংযোজন।

তৃতীয় অধ্যায়: লোকসাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

বাউল সংগীত

বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লোকসাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ ‘বাউলের গান’। বাঙালির নিজস্ব ভাব ও ভাষা বাউল সংগীতেই ধরা পড়েছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। বাউলদর্শনে যে সার্বজাগতিক ও সার্বভৌতিক মানবতার কথা আছে, তা সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কবি রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের সামনে

সংকীর্ণ জাতীয়তাপ্রসূত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামিতার বিকল্প হিসেবে যে বৈশ্বিক একতার আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সেইসব বক্তৃতামালাতেও তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে বাউলের দর্শনের কথাই তুলে ধরবেন। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষক প্রবন্ধে ও 'Creative Unity' বইয়ের 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধে তিনি বাউলের তত্ত্ব ও দর্শন তুলে ধরেন। 'Modern Review' পত্রিকায় 'The Philosophy of our People' শিরোনামে লেখা প্রবন্ধটিতে হাছন রাজা, লালন ফকির, শেখ মদন, বিশা ভুঞিমালি প্রমুখের সাংগীতিক উদ্ধৃতিসহ বাংলার লোকসংগীতের গভীর জীবনদর্শন রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন। মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি' বইয়ের ভূমিকায় বাউলের গানে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক মিলনের কথা বলেছেন। 'Religion of Man' গ্রন্থের 'Man's Universe'. 'The Man of my heart' এবং 'spiritual freedom' প্রবন্ধে বাউলদের পরিচয় আন্তর্জাতিক পাঠকদের জন্য মেলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন

'সাধনা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসাহিত্যের এইসব বিচিত্র ফর্মগুলির সিরিয়াস সংগ্রাহক। সেই সংগ্রহের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে লিখিত হয়েছে সমালোচনা। যেমন 'ছেলেভুলনো ছড়া' ১ ও ২। রবীন্দ্রনাথ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পরমেশপ্রসন্ন রায়ের সংগৃহীত ব্রতকথার 'ভূমিকা' লিখে দেন। রূপকথার দুটি সংকলন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুর-ঝি' বইয়ের 'ভূমিকা'ও তিনি লেখেন। তাঁরই উৎসাহে মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রবাদ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের উপকরণ হিসেবে তিনি ৮০ টি বাগধারা সংগ্রহ করেছিলেন, যা রবীন্দ্রভবন আর্কাইভে রক্ষিত আছে।

এছাড়াও বাংলার পল্লিগীতি, ময়মনসিংহ গীতিকা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ও বাংলার কারুশিল্প সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও জানা যায়।

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা সাহিত্য সমালোচনা

বাংলা সাহিত্য সমালোচনার বিপুলায়তনের কথা চিন্তা করে আমরা সেগুলিকে দুটি বর্গে বিভক্ত করেছি। ছাপাখানার যুগ আসার আগে লেখা পুরনো বাংলা সাহিত্যকে প্রাগাধুনিক পর্যায়ে ও উনিশ শতকে লেখা বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক পর্যায়ে রেখে আমরা আলোচনা করেছি।

ক. প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন **বৈষ্ণব সাহিত্য** সমালোচনায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' বইটির সম্পাদকীয় ত্রুটির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য–প্রাচীন কবিতা সম্পাদনা করে সর্বসমক্ষে আনতে গেলে সম্পাদককে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। সম্পাদক অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠ নির্ধারণ করলে পাঠকের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর কথায়, অক্ষয়চন্দ্র এমন গ্রন্থের সম্পাদকরূপে অযোগ্য নন, বরং অমনোযোগী। যে সতর্কতা ও নিষ্ঠা নিয়ে বিদ্যাপতির মতো একজন বিশিষ্ট কবির কবিতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল, সেই সচেতনতা অক্ষয়চন্দ্রের ছিল না। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'। তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের এটি একটি উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তবে একথা ঠিক বসন্তরায়ের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি। বসন্তরায়ের সাধারণ কথাকেও বড়ো করে তুলে তিনি যেন তাঁকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধিকা (চৈত্র ১২৯৮) প্রবন্ধটি যেন 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধেরই সংযোজিত বিন্যাস। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে চণ্ডিদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিধর্মের যে তফাৎ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, এই প্রবন্ধে রাধার চরিত্র ও মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সেই সিদ্ধান্তকেই আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'এর একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তিনি পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখাকেই কম-বেশি স্পর্শ করে গেছেন। সেই প্রসঙ্গে এসেছে **মঙ্গলকাব্যগুলির** কথাও। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'এর কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন শক্তির প্রতাপ। দেখেছিলেন সমকালীন সামাজিক বিপর্যয়। সমাজ থেকে শিবের প্রাধান্য হঠিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশের নিষ্ঠুর আখ্যান মঙ্গলকাব্যগুলো। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় মঙ্গলকাব্যগুলোর উত্থানের ইতিবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ পুনরায় স্মরণ করেছেন

বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে 'বাতায়নিকের পত্র' ও 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে। 'বাতায়নিকের পত্র' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের চতুর্থ উপচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলেছেন। মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবীর স্বেচ্ছাচারী খেয়ালিপনার মধ্যে তৎকালীন রাজশক্তির স্বৈরাচারকে এবং একালের রাজশক্তির স্বৈরাচারকেও (দ্রষ্টব্য বাতায়নিকের পত্র/কালান্তর) মিলিয়ে দেখা একালের নাগরিক কবির রাজনৈতিকবোধ। তাই দিয়ে সে-কালের ধর্মনৈতিক সাহিত্যকে বিচার করা সঙ্গত নয়। তাই আমাদের মনে হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি মৌলিক হলেও নিরপেক্ষ বিচারে তা সর্বার্থে মেনে নেওয়া যায় না।

খ. আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ রচনার উন্মেষকাল সূচিত হয়েছিল 'সাহিত্য-সমালোচনা' দিয়েই। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (ইংরেজি ১৮৭৬) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের স্বনামে লেখা একটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী'। বাংলা গদ্যের বিকাশে **রামমোহনের** যে অনেকখানি অবদান ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যথার্থই ধরা পড়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বাংলা গদ্যের ভূমিপত্তনকারী বা জনকরূপে যতখানি দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিকভাবে তা ঠিক নয়। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা গদ্যে **বিদ্যাসাগরের** অবদান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বল্প কথাই বলেছেন। কিন্তু যা বলেছেন তা যেমন যথোপযুক্ত তেমনই মৌলিক। তাঁর কথায়– বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের তরুণ বয়সে সমালোচনা করলেও পরিণত জীবনে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের উৎকর্ষ স্বীকার করে নেন। বঙ্কিমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকলেও বেশ কিছু বিষয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে যাকে 'ইতিহাস-রস' বলেছেন, তারই আলোয় বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের রসবিচার করে তিনি দেখিয়েছেন, ইতিহাসের কলকোলাহলের মধ্যে মানবীয় প্রেমের মাধুর্য ও বেদনাই এই উপন্যাসের ভাবসম্পদ হয়ে উঠেছে। আর তাতেই ইতিহাস হিসেবে না হোক, ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে 'রাজসিংহ' সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' বইয়ের যে

সমালোচনা লেখেন (প্রকাশ সাধনা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১) তাতে তিনি কতখানি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথ জীবনরক্ষা করেছিলেন। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা বিচিত্র যুগকল্লোলে তরঙ্গসংকুল। উনিশ শতকীয় চিন্তা, বিশ্বাস, মতাদর্শ, ভাবধারা দুই বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে বদলে গেল দ্রুত। দেশে জেগে উঠল উপনিবেশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দৃঢ়তর হল। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার আরও প্রসার হল। ইউরোপীয় ভাববিশ্বের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত তরুণেরা পরিচিত হতে শুরু করল। বিদেশি সাহিত্যের থেকে রসদ পেয়ে বাংলা সাহিত্যে এল নতুনতর আস্বাদ। নিসর্গ-আশ্রয়ী রোমান্টিক ভাব-কল্পনার বদলে জেগে উঠল বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন। সাহিত্যে দেখা দিল দিন বদলের চেতনা। দেখা দিল শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণি-সংগ্রামের নানা চিহ্নায়ন। এই নতুন যুগের সাহিত্য ভাবে এবং রূপে রবীন্দ্রনাথের ভাবজগৎ থেকে সরে গেল অনেকখানি। কয়েকটি তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল।(যেমন কল্লোল, কালিকলম)। তারা বলল নতুন যুগের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ বেমানান। ইউরোপীয় আদর্শে বাংলায় নতুন সাহিত্য তৈরি করতে হবে। এই তরুণ দলের বিরোধী গোষ্ঠীও ছিল, যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। এই স্থিতবাদী দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্র-অনুসারী বা অনুরাগী এবং রবীন্দ্র-বিরোধী এই দুই দলের মধ্যবর্তী আরও এক দল ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে মহান কবির মর্যাদা দিতেন অথচ আপন প্রতিভাবলে তাঁর থেকে অন্যরকম, অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনার জন্য চেষ্টা করতেন। এঁরাই ত্রিশের কবিরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতে অথবা চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এঁদের অনেকের লেখার সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এই আধুনিক কবিকুল ও আধুনিক সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, তা এই প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্ধ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিস্থানীয়। এঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের সমালোচনা বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক নারী সাহিত্যিক যথা স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, হেমলতা ঠাকুর, কামিনী রায়, রাধারানী

দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, আশালতা সিংহ প্রমুখের রচনাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই অধ্যায়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: বিদেশি সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকৃত বিদেশি সাহিত্য সমালোচনাকে আমরা কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করেছি। যেমন ইংরেজি, ইতালি, জার্মান, ফ্রান্স ও অন্যান্য

ইংরেজি:

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে আমেদাবাদে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেন বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে রচিত হয় দুটি প্রবন্ধ **'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য' ও 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য'**। এই দুটি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চা করে সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি কিছু আনন্দ পাবেন না। কারণ সাহিত্য হিসেবে তা উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক চর্চার দিক থেকে এই যুগের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বিভিন্ন বিপরীতমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে কীভাবে একটি সচল ভাষার জন্ম হয়, তা এই সময়কার ভাষা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে।

ইংল্যান্ডের ভাগ্যহত বালক কবি **টমাস চ্যাটার্টন (১৭৫২-১৭৭০)**কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অনেকটাই ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় লিখিত। কিশোর চ্যাটার্টনের সঙ্গে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক বিষয়েই সুগভীর মিল ছিল। এই প্রবন্ধটি লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্টনের কবিতা পড়েছিলেন নিশ্চিত কারণ চ্যাটার্টনের দুটি কবিতার তিনটি অংশের বঙ্গানুবাদ তিনি এই প্রবন্ধে যুক্ত করেছেন।

টেনিসনের 'ডি প্রোফান্ডিস' কাব্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন। নিজের সন্তান হ্যালামের জন্মোপলক্ষে লেখা এই কবিতার দুটি অংশ। একটি অংশে পিতা তাঁর সন্তানকে পার্থিব মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আসার জন্য জন্মকালীন অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। আবার অন্য অংশে দেখাচ্ছেন কীভাবে শিশুর জন্মের সূত্র ধরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে থেকে 'সৃষ্টি' রূপে, মানুষ রূপে তার আবির্ভাব ঘটছে।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে **শেকসপিয়রের** প্রতিগ্রহণ ঘটেছিল ম্যাকবেথ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। বন্ধু লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে শেকসপিয়রের মানবচিত্রচিত্রণ ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানুষ কাটাছেঁড়াভাবে নয়, যাবতীয় সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা পড়েছে শেকসপিয়রের রচনায়। ট্র্যাজেডির সাহিত্যমূল্য বিচারে শেকসপিয়রের প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শেলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সমালোচনাটি একটি অভিভাষণ। ৮ই জুলাই ১৯২২ তারিখে শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ এটি। এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ শেলির জীবন ও তাঁর কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলিকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, কিটস, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং এঁদের সম্বন্ধেও তাঁর বিক্ষিপ্ত ও অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছেন **ইয়েটস**কে নিয়ে। ১৯১২ সালে লন্ডন বাসকালে রবীন্দ্রনাথ 'কবি য়েটস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে সেটা 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থভুক্ত হয়। ইয়েটসের কাব্যে তাঁর মাতৃভূমি আয়ার্ল্যান্ড সজীব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পোলিটিকাল জাগরণের ভিতর দিয়ে একটি দেশের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রকাশ পায়, তেমনই দেশের সর্বজনীন অনুভূতি প্রকাশ পায় কাব্যে। ইংল্যান্ডের শাসন আয়ার্ল্যান্ডকে সবদিক থেকে চেপে রেখেছিল। পোলিটিকাল বিক্ষোভের দ্বারা সে মর্যাদার অধিকার পেল, কিন্তু নিজের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরে পেল ইয়েটসের কাব্যে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবিদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক আধুনিক বিদেশি কবিদের কাব্য নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'আধুনিক কাব্য' (প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাকে বুঝতে এই প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ এটি। এই প্রবন্ধে নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ এক ঝাঁক ইংরেজ কবি ও একজন চিনা কবির কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার ও অনুবাদ করেছেন। এঁরা হলেন 'ওরিক জন্‌স', 'এমি লোয়েল', 'এজরা পাউন্ড, 'টি এস এলিয়ট', 'এডওয়ার্ড রবিনসন' ও চীনা কবি 'লী পো'।

ইতালীয় সাহিত্য: দান্তে ও পেত্রার্ক

আমেদাবাদে থাকাকালীন ইংরেজি বই নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার সময়ে ইতালীয় কবি দান্তে ও পেত্রার্কার রচনার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এই সূত্রে রচিত হয় দুটি প্রবন্ধ। 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (ভাদ্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দ), 'পিত্রার্কা ও লরা'(আশ্বিন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)। এই দুটি প্রবন্ধে দান্তে ও পেত্রার্কার কাব্যজীবনে তাঁদের মিউজ যথাক্রমে বিয়াত্রিচে ও লরার প্রভাব দেখানো হয়েছে। এই উভয় কবির কাব্যজীবন গঠনে যে প্রেম ক্রিয়াশীল তা ইতালির প্রাচীন ত্রুবাদুর প্রেমেরই অনুরূপ।

জার্মান কবি : গেটে

উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধের সঙ্গেই 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' নামক প্রবন্ধটি রচিত হয়। দান্তে ও পেত্রার্কার সঙ্গে গেটের বিরোধ দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন গেটের প্রেম একান্ত নয়, অনেকান্ত। এই প্রবন্ধ ছাড়াও ছিন্নপত্রের নানা চিঠিতে গেটে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গেটে তাঁর Weltliteratur এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবের যে ঐক্যের কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।

ফরাসি সাহিত্য

Joseph Joubert এর aphoristic স্টাইলে লেখা Penses (পঁসে) অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'জুবেয়ার' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেটি Joubert এর উক্তির সংকলন। **অ্যামিয়েলের** 'জার্নাল ইনটাইম' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বই। ছিন্নপত্রে এটি সম্পর্কে আলোচনা আছে। **এমিল জোলার** উপন্যাসে জৈবিকতাকে উগ্র বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে একপেশে করে দেখানো হয়েছে। **থিয়োফেল গোতিয়ের** 'মাদমোয়াজেল দ্য মোঁপা' বইটিতে সৌন্দর্যকে যেভাবে সংকীর্ণ করে দেখানো হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী সমালোচনা করেছেন।

বিবিধ

১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' য় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের গৌরব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে দুজন কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিক ও তাঁদের উপন্যাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন। এদের মধ্যে একজন হাঙ্গেরিয়ান। নাম **মৌরিয়স য়োকাই।**

আর একজন পোলিশ। নাম **জোসেফ্ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্কি**। এই দুই সাহিত্যিকের সাহিত্যরচনার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দেশের জাতীয় উৎসবের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। তা পড়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুই ঔপন্যাসিকের দুটি উপন্যাস যথাক্রমে য়োকাইয়ের 'Eyes like the sea' ও ক্রাসজাউস্কির 'The Jew' পড়ে 'সাধনায়' সমালোচনা লেখেন। অবশ্য এ ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়। জাতীয় সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত উক্ত দুটি দেশের সঙ্গে নিজের দেশের প্রতিতুলনাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার : রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার সামগ্রিকতা

রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য সমালোচনাগুলিকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়িত করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পদ্ধতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে 'রসের সমগ্রতা' ও 'আনন্দবাদ'ই সাহিত্যের কাছে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মূল অন্বিষ্ট। আবার সমালোচনার যে নানা গোত্র তার কোনওটাতেই একমাত্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে ফেলা যায় না। ক্লাসিক, রোমান্টিক, ইমপ্রেশনিস্ট, প্র্যাগম্যাটিক, টেক্সচুয়াল, বায়োগ্রাফিকাল, কমপ্যারেটিভ–বিভিন্ন ধরণের সমালোচনাই তিনি করেছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাতে বদল এসেছে একাধিক। এই পরিবর্তন তাঁর সমালোচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এবং প্রতীচ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যে তত্ত্বরূপ ও ধারা তৈরি হয়ে উঠেছে, সেই ধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার কোনও সংযোগ আছে কিনা অথবা কোথায় এবং কতটুকু সংযোগ আছে তাও আমরা বিচার করে দেখেছি। ক্লাসিক, নিও-ক্লাসিক, রোমান্টিক অথবা পোস্ট রোমান্টিক বিদেশি সমালোচনার ধারা ও ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষত ধ্বনিবাদ ও রসবাদের সঙ্গে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাও এই অধ্যায়ে আমরা করেছি।

পরিশিষ্ট: অধ্যায়ের শেষে দুটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের ভূমিকা ও দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সমালোচনাগুলির একটি তালিকা প্রকাশকালের ক্রমানুযায়ী সংযোজিত হয়েছে। সবশেষে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পঞ্জি।

গ্রন্থপঞ্জি

বিঃ দ্রঃ আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের রচনা ও উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য রচনাবলী অথবা বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যখন যে গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে, অন্ত্যটীকায় তার বিবরণ যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থপঞ্জিতে সংস্করণ পৃথকভাবে উল্লেখিত না হলে সব ক্ষেত্রেই প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

আকর গ্রন্থপঞ্জি :

[আমাদের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থিত ও এ যাবৎ অগ্রন্থিত প্রায় সব ধরণের লেখাই দেখতে হয়েছে। তাই সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীই আমাদের কাছে আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনাধর্মী বক্তব্য আছে এমন কিছু বই যা আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবহার করেছি সেগুলিকেই এখানে আকর গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হল]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আলোচনা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *বিবিধ প্রসঙ্গ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *রামমোহন রায়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *সমালোচনা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি*, ১ম ও ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *পঞ্চভূত*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *ভারতবর্ষ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *বিচিত্র প্রবন্ধ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *চারিত্রপূজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *প্রাচীন সাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *লোকসাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

--- *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *সমূহ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *শান্তিনিকেতন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *শব্দতত্ত্ব*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

---- *সঞ্চয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

---- *পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *জাভাযাত্রীর পত্র*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *ভানুসিংহের পত্রাবলী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *রাশিয়ার চিঠি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *মানুষের ধর্ম*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *বাংলা-ভাষা পরিচয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *পথের সঞ্চয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *ছেলেবেলা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *সাহিত্যের স্বরূপ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬০

---- *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

---- *ইতিহাস*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

---- *ছন্দ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২

---- *মহাত্মা গান্ধী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪৮

---- *বুদ্ধদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬০

---- *পারস্যযাত্রী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

---- *ব্যক্তি প্রসঙ্গ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৩১, বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র ২*, [রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র ৫*, [প্রমথ চৌধুরী ও অন্যান্যদের লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র ৮*, [প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৩

---- *চিঠিপত্র ৯*, [হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৪

----- *চিঠিপত্র ১০*, [দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৭

----- *চিঠিপত্র ১১*, [অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪

---- *চিঠিপত্র ১৪*, [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

----- *চিঠিপত্র ১৬*, [জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু সহ আধুনিক কবিদের লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

---- *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ*, [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা*, [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *গ্রন্থ সমালোচনা*, [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *রবীন্দ্র প্রদত্ত অভিভাষণ*, [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

----- *রবীন্দ্র রচিত ভূমিকা*, [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯

অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

অনন্যা সেনগুপ্ত, সামাজিক ও সাহিত্যিক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

অনাথনাথ দাস/বিশ্বনাথ রায় (সম্পাদিত), ছেলেভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

অনিলকুমার রায়, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ,* চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪

অনির্বাণ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-রচনায় গ্রন্থ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়,* ছাতিম বুকস, কলকাতা, ২০১৩

অবন্তীকুমার সান্যাল, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, রূপলেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

---- ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

---- ঘরোয়া, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২

---- জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

অভীককুমার দে, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২

অমরেন্দ্রনাথ রায়, রবিয়ানা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১১

---- নানা রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

---- রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮১

অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রমানস ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

---- রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

---- বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

---- ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬

---- রবীন্দ্র-সমীক্ষা, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৫৭

---- রবীন্দ্রবিতান, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

অলোক ভট্টাচার্য, আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৮০

অলোক রায়, উনিশ শতকের নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা,২০১৯

অশোকবিজয় রাহা (সম্পাদিত) রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা-২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬৮

অশ্রুকুমার সিকদার, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

--------- পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৫৮

অসিতকুমার হালদার, রবিতীর্থে, অঞ্জনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

আদিত্য ওহদেদার, *রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা*, এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্র বিদূষণ ইতিবৃত্ত*, বাসন্তী লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

----- *সমালোচক রবীন্দ্রনাথ*, এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭১

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য*, এ মুখার্জী, কলকাতা, ১৯৭৩

ইন্দিরা দেবী, *পুরাতনী*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব*, চতুর্থ সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, কলকাতা, ১৮৭৯,

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন*, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১২

----- *রাতের তারা দিনের রবি*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮০

কানাই সামন্ত, *রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পরিচয়*, বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *মৈনাক*, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৫

ক্ষিতিমোহন সেন, *দাদূ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়*, পুথিঘর, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথা*, জয়শ্রী পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৯১

গোপালচন্দ্র রায়, *রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), *শরৎ-পত্রাবলী*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্রপত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী কালানুক্রমিক*, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৮

চন্দ্রনাথ বসু, *শকুন্তলাতত্ত্ব*, ক্যানিং লাইব্রেরি [যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত], কলকাতা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবিরশ্মি*, ২য় খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ১*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

---- *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ২*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫

---- *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬

চিত্রা দেব, *অনালোচিত রবীন্দ্রনাথ*, মডার্ন কলাম, কলকাতা, ১৯৮৫

চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৮

----- *সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৬

----- *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত*, ভারবি, কলকাতা, ২০০৮

----- *রবীন্দ্রকবিতাশতক তিন দশক*, ভারবি, কলকাতা ২০০১

জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৬,

জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কাব্যতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭

জ্যোতির্ময় ঘোষ, *রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্যজীবন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *মন্দ্র*, কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ

দিলীপকুমার রায়, *তীর্থংকর*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

দেবকুমার বসু(সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

দেবকুমার রায়চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, অধ্যয়ন, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯

দেবেশ কুমার আচার্য (সম্পাদিত), *কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল* (২য় খণ্ড), সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শাক্ত পদাবলী*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৯

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

নবেন্দু সেন (সম্পাদিত), *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১২

নরেশ গুহ (সম্পাদিত), *কবির চিঠি কবিকে*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

নরেশচন্দ্র জানা, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮

নির্মলকুমারী মহলানবিশ, *কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

----- *কবির সঙ্গে য়ুরোপে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য*, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯

প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পাদিত), *ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯

পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, নিউ এজ, কলকাতা, ২০০৯

পিনাকেশ সরকার, *রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

প্রবোধচন্দ্র সেন, *ভোরের পাখি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *কাদম্বরী*, রূপা এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

প্রমথ চৌধুরী, *আত্ম-কথা*, দি বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

-------- *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

--------- *রবিজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

--------- *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

--------- *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

------- *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

--------- *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

--------- *রবিজীবনী*, অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

--------- *রবিজীবনী*, নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

বিজন ঘোষাল (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রপত্র-সমগ্র কালানুক্রমিক ১*, লালমাটি, কলকাতা, ২০২৩

বিজন ঘোষাল, *রবিজীবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৫

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯

------ *সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

------ *সাহিত্যবিবেক*, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, তারিখ অনুল্লেখিত

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৮

বিমানবিহারী মজুমদার, *রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

বিশ্বনাথ রায়, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ*, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

------ *রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭

বিষ্ণু দে, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৭

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

------- *কাব্যকৌতুক*, বিচিত্রা, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

বীণা মজুমদার, *চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ*, নাভানা, কলকাতা, ১৯৬৫

বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০

----- *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬৩

------ *কালিদাসের মেঘদূত*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৫৯

----- *সব পেয়েছির দেশে*, কবিতাভবন, কলকাতা, ১৯৪৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়*, সাহিত্য-নিকেতন, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

-------- *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, খণ্ড-৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), *ঈশ্বর গুপ্ত রচিত প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ

ভবানীগোপাল সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

মনস্বিতা সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক নারী সাহিত্যিক*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০২১

মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০০

মানস মজুমদার, *রাম রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫

মৈত্রেয়ী দেবী, *স্বর্গের কাছাকাছি*, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮১

------ *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য*, বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মিনী উপাখ্যান*, এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদিত), *বাংলা কাব্যপরিচয়*, ভূমিকা ও তথ্যসংকলন সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২

রানী চন্দ, *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

----- *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২

রামমোহন রায়, *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩

শঙ্করাচার্য্য (শ্রীমৎ), *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৩৬

শঙ্খ ঘোষ, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৪

শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, *সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *সমালোচনা সাহিত্য,* এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা,* নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

------ *রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

সরলাদেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৮৭৯ বঙ্গাব্দ

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা,* ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৬

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

------ *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : দর্শন চিন্তা,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১

------ *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : সাহিত্য চিন্তা,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯৬

------ *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩

সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য,* লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা ২০০৩

সুকুমার সেন (সম্পা), *চৈতন্য ভাগবত (আদিলীলা),* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪,

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১১

সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

সুদীপ বসু (সম্পাদিত), *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০১০

সুধীরচন্দ্র কর, *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা*, ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

সুনীল কুমার ওঝা (সম্পাদিত), *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২,

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত, *আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বন্যালোকঃ*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *বাংলা সমালোচনা পরিচয়,* এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

----- *শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য*, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

----- *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬

সুপ্তি মিত্র সংকলিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ শান্তিনিকেতন*, রবীন্দ্রচর্চা ভবন, কলকাতা, ১৯৮০

সুমিতা চক্রবর্তী, *আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০

সুমিতা চক্রবর্তী (ভূমিকা সংবলিত) *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩

সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী*, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৬

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

স্বপন মজুমদার, *রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি*, প্রথম খণ্ড/প্রথম পর্ব, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত), *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য*, নিউ এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ*, খণ্ড-৫, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৪

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী*, ২য় খণ্ড, কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *সমালোচনা-সাহিত্য*, গ্রন্থ-প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

পত্রপত্রিকা ও স্মারক-সংখ্যাপঞ্জি:

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *উত্তরসূরী*, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

----- *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিচিত্রা*, আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

----- *বিচিত্রা*, কার্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

----- *বিচিত্রা*, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

কানাই সামন্ত সম্পাদিত, *রবীন্দ্রবীক্ষা-৪*, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৮৪----শ্রাবণ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, *কথাসাহিত্য*, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

জলধর সেন সম্পাদিত *ভারতবর্ষ*, চৈত্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, *কোরক বইমেলা সংখ্যা* ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *ভারতী*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ

দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত, *কল্লোল*, বৈশাখ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *লাঙল*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫

বলাইলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *করুণা আরতি*, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৭৭

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, *কবিতা*, আশ্বিন ১৩৪২

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *ভারতী*, বৈশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *সাধনা*, চৈত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দ

----- *সাধনা*, ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *প্রবাসী*, ভাদ্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

---- *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

---- *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *পূর্বাশা*, রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা, ১৯৪১

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *শারদীয় দেশ*, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়*, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ

স্বর্ণকুমারী দেবী[?] সম্পাদিত, *ভারতী ও বালক*, শ্রাবণ সংখ্যা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা*, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

মণিলাল খান সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, পঞ্চদশ সংখ্যা, ২০১০

মানস মজুমদার ও বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, চতুর্দশ সংখ্যা, ২০০৫

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ২০০৪

শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ২০১৮

ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জিঃ

Andrews, C.F ed. *Letters to a friend.* George Allen and Unwin Ltd. London. 1928

Butcher Samuel Henry. *Aristotle's Theory Of Poetry And Fine Art.* Macmillan and co Ltd. London. 1907

Carolyn, Merchant. *Radical Ecology*. Routledge. New York. 2012

Chakravarty, Bikas ed. *Poets to a poet.* Visva-Bharati. Kolkata. 1998

Charles, Howard Johnson ed. *The Complete Works of Alfred Lord Tennyson.* Frederick.A.Stokes. London. 1891

Chatterjee, Ramananda ed. *The Golden Book of Tagore*. The Golden Book Committee. Calcutta. 1931

Coleridge, S.T. *Biographia Literaria.* Oxford Clarendon press. London. 1907

Croce, Benedetto. *The Aesthetic.* Cambridge University Press. Cambridge. 1992

Das, Sisir Kumar ed. *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-1.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1994

----- *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-2.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1996

----- *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-3.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1996

Dante, Alighieri. [translated by Henry Francis Cary] *Dante's Inferno.* Caesell publishing. New York. 1818

Donald, Tayson & Benjamin, B Hoover ed. *The Complete Works of Thomas Chattarton vol-1.* A Bicentenary Edition. Oxford press. London. 1971

Drabble, Margarate ed. The Oxford Companion to English Literature. 5th Edition. Oxford University Press. Oxford. 1985

Eliot, T.S. *Selected Poems.* Faber & faber Limited. London. 1931

---- *The Sacred Wood.* Methuen and Company Ltd. London. 1920

Fiedler, Leslie. *Super Culture: American Popular Culture and Europe.* Bowling Green University Press. London. 1975

Fritz, Strich. *Goethe and World Literature.* Routledge and Kegan Paul Ltd. London. 1949

Ghosh, Nityapriya ed. *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-4.* Sahitya Akademi. New Delhi. 2007

Goethe, Johannwolfgang Von. [translated by Thomas Balley Saunders] *The Maxims and Reflections.* Macmillan. London. 1908

Home, Amal ed. *Tagore Memorial Special Supplement: The Calcutta Municipal Gazette.* Calcutta Municipality Publication. Calcutta. 1941

Jha, Ganganatha (translated). *The Chandogyopanishad.* Oriental Book Agency. Poona. 1942

Kripalani, Krishna. *Rabindranath Tagore/A Biography.* Visva-Bharati, Calcutta, 1980

Lago, Mary M. *Imperfect Encounter.* Harvard University Press. Massachuetts. 1972

Maritain Jacques. *Creative intuition in Art and Poetry.* Priceton University press. New Jersey. 1978

Mitra, Rajendralal. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* Sanskrit Pustak Bhandar. Calcutta. 1971

Monier, Williams (Translated). *Sakuntala by Kalidasa.* Oxford University Press. London 1899

Nehru, Jawaharlal. *The Discovery of India.* Oxford University Press. Delhi. 1946

Pater, Walter Horatio. *Style.* Macmillan & co. London. 1944

Rice, Philip and Waugh, Patricia ed. *Modern Literary Theory : A Reader.* 3rd Edition. Arnold Publishing house. London. 1996

Rossetti, D.G (Translated). *The New Life*. Ellis and Elvey. London. 1899

Tagore, Rabindranath. *The Creative Unity.* Macmillan and Company Ltd, London, 1922

----- *Sadhana.* Macmillan and Company Ltd, London, 1947

----- *The Religion of Man.* George Allen and Unwin Ltd. London. 1949

Tagore, Rathindranath. *On the Edges of Time.* Orient Longman. Calcutta. 1958

Taine, Hippolyte. [translated by H. Vanlaun] *History of English Literature Vol 1.* 2nd Edition. Edmonston and Douglas. Edinburgh. 1872

Thomson, Edward. *Rabindranath Tagore/Poet and Dramatist.* Oxford University Press. Delhi. 1991

Tolstoy, Leo. *What is art*. Funk & Wagnails Company. New York. 1904

Ward, A.C. *Landmarks in Western Literature*. Methuen. London. 1932

Wilson, Horace (translated). *Mehga Duta or Cloud Messenger*. published by Upendralal Das. Calcutta. 1890

ইংরাজী পত্রপত্রিকা:

Chatterjee, Ramananda ed. The Modern Review. Vol 39. January 1926.

Mahalanobis, P.C ed. Visva-Bharati quarterly. Vol 1. April 1923.

ক্যাটালগ

Catalogue in progress. Vol 2, Rabindra Bhavan Archives. Visva Bharati. 1981

ওয়েবসাইট

১. http://bichitra.jdvu.ac.in/

২. https://www.tagoreweb.in/